তারিখ 04 SEP 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

দৈনিক খবর

নানা সমস্যায় জর্জরিত ভিক্টোরিয়া কলেজ

।। মুহাম্মদ আবুল কশেম ।।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ দেশের অন্যতম সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অপ্রিয় হলেও এ কথা সত্য, আজ এ কলেজটি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। এখন আর এ কলেজে শিক্ষার তেমন পরিবেশ নেই। অথচ ১৮৯৯ সালে এ ভিক্টোরিয়া কলেজটি প্রতিষ্ঠা লাভের পর অদ্যাবধি সমস্যায় নিমজ্জিত থেকেও দেশের অনন্য বিদ্যাপীঠ হিসেবে জাতির জন্য সুশিক্ষিত নাগরিক উপহার দিয়ে আসছে। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের দু'টো শাখা রয়েছে; এগুলো হলো উচ্চ মাধ্যমিক শাখা ও ডিগ্রী শাখা। এ দুটো শাখার দূরত্ব তিন কিলোমিটারেরও অধিক। এ দূরত্ব অতিক্রমের জন্য কোন বাস বা যানবাহন নেই। একটিমাত্র ছাত্রীনিবাস নির্মিত হলেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার অভাবে তা চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। সরকার কর্তৃক সৃষ্ট ৭টি প্রফেসর পদের ৭টি, সহযোগী প্রফেসর পদে ৪টি, সহকারী প্রফেসর পদের ৪টি, প্রভাষকের ২টি পদসহ মোট ১৭টি গুরুত্বপূর্ণ পদ খালি থাকায় শিক্ষাদানে কার্যে ছাত্র-ছাত্রীদের দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ব্রিটিশ আমলে তৈরী কলেজের পুরাতন ভবনগুলোতে বহু ফাটল দেখা দিয়েছে। কলেজের লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই-পত্র নেই এবং নেই এর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্রন্থাগারিক, ক্যাটালগার, রেফারেন্স সহকারী বা লাইব্রেরী এসিস্ট্যান্ট। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রয়োজনমত বইপত্র পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এ কলেজে অত্যাধুনিক কোন মিলনায়তন নেই। চিত্তবিনোদনের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের নেই কোন ব্যবস্থা। কলেজে নিয়মিত খাবার পানি সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই। পয়ঃনিষ্কাশন ও টয়লেট ব্যবস্থা অত্যন্ত করুন। এ কলেজের ডিগ্রী শাখায় নামাজ আদায়ের জন্য অদ্যাবধি কোন মসজিদ নির্মিত হয়নি। অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও কর্মচারীদের জন্য কোন আবাসিক ব্যবস্থা নেই বিধায় তাদের দুর্ভোগেরও সীমা নেই। খেলাধুলার জন্য কোন মাঠ পর্যন্ত নেই।

প্রস্তাবিত ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, গণিত, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা এবং ইংরেজী এ ৭টি চালুসহ বিএসসি পাস কোর্সে পরিসংখ্যান বিষয়টি চালু করার অনুমোদন দেয়া হচ্ছে না। বর্তমান সরকার ১৯৮৪-৮৫ সালে বেশ কয়েকটি উন্নত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত করার কথা ঘোষণা করেছেন। তারমধ্যে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের নাম অন্যতম।

কুমিল্লাবাসীর জন্য এটা আজো স্বপ্নরূপেই রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সুদীর্ঘ প্রায় ২৮ বছর যাবৎ এ এলাকার নিরীহ জনগণ চট্টগ্রাম বিভাগের কেন্দ্রস্থল কুমিল্লাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কৃষি কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়ে আসছে। এসব দাবীর প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পরিণত করার সিদ্ধান্তনেন।